এক উৎসব, ভিন্ন নাম... পৌষের শেষ দিনটি কোথাও ভোগালি বিহু, কোথাও মকর সংক্রান্তি, আবার কোথাও পোঙ্গল হিসেবে পালিত হয়। ১) ভুপালে ঘুড়ি উড়ানোর হুল্লোড়। ২) অসমের বক্সায় ভেলা ঘর পোড়ানো। ৩) মাদুরাইয়ে জাল্লিকাট্টুতে ষাঁড়কে বাগে আনার চেষ্টা। শুক্রবার। –পিটিআই

দুর্ঘটনায় আহত বাইকচালক

খড়িবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ডাম্পার ও মোটর সাইকেলের সংঘর্ষে আহত হলেন একজন। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাতাসি দুর্গামণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত মোটর সাইকেল আরোহীর নাম সাউনিয়া সিংহ। তাঁর বাড়ি ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগরের কুমোরটুলিতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর সাইকেলটি ডাম্পারের পেছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত মোটর সাইকেল আরোহীকে স্থানীয়রা প্রথমে বাতাসি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মাদক বিরোধী অভিযানে পুলিশ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : শুক্রবার মাদক বিরোধী অভিযানে নেমে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। এদিন সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড ও পার্ক রোড লাগোয়া এলাকাতেও অভিযান চলে। সেখানে যাঁরা বাইক ও স্কুটি নিয়ে অযথা জমায়েত করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের আটক করা হয়। এরপর রাত ৯টা নাগাদ তাঁদের পরিবারের সদস্যারা থানার সামনে গাড়িগুলি ফেরত নিতে ভিড় জমান।

পঞ্চমুখ রেলমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

যেখানে প্রাণপণ চেষ্টা চালানোর পরেও প্রতিনিয়ত পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ শুনতে হয় কর্তৃপক্ষকে। মন্ত্রীর প্রশংসা প্রসঙ্গে জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর বলেন, 'আমরা কোনও সময় চেষ্টার ত্রুটি রাখি না। দুর্ঘটনার পর থেকে আমাদের ডাক্তারবাবু, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সকলেই সজাগ ছিলেন। তাঁরা সত্যি সকলেই খুব ভালো কাজ করেছেন।'

ট্রেন দুর্ঘটনায় রাজস্থানের বাসিন্দাদের খোঁজ নিতে বৃহস্পতিবার রাতেই দুই মন্ত্রীকে বাংলায় পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। শুক্রবার সকালে বাগডোগরায় নেমে দুই মন্ত্রী গোবিন্দরাম মেঘওয়াল ও ভানোয়ার সিং ভাটি সোজা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চলে আসেন। সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন রাজস্থানের দুই ব্যক্তি। ওই দুজনের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন তাঁরা। পাশাপাশি তাঁদের বাড়ির ঠিকানাও নেন। ওই দুজনকে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেখানে রাজস্থান সরকারের খরচেই ওই দুই আহতের চিকিৎসা করানো হবে। এখান থেকে কিছুটা সুস্থ করে ওই দুজনকে রাজস্থানে নিয়ে সরকারি খরচে চিকিৎসা করানো হবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল থেকে বেরিয়ে জলপাইগুড়ি এবং ময়নাগুড়ি হাসপাতালেও যান দুই মন্ত্রী। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন, সাধারণ মানুষ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেভাবে উদ্ধারকাজ চালিয়েছে তাঁর প্রশংসা করেছেন দুই মন্ত্রী। দুপুরে ঘটনার একটি রিপোর্ট রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠান তাঁরা।

গোবিন্দ রাম বলেন, 'দুর্ঘটনার খবর পেয়েই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। এখানে এসে আহতদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখানে খুব ভালো চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফে বিপর্যয় মোকাবিলায় খুব ভালো কাজ হয়েছে।'

আবহাওয়া
শনিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৪.০	১৫.০
শিলিগুড়ি	২৪.০	১২.০
জলপাইগুড়ি	২৪.০	১১.০
কোচবিহার	২৫.০	১১.০
আলিপুরদুয়ার	২৫.০	১১.০
মালদা	২৪.০	১০.০
রায়গঞ্জ	২৪.০	৯.০
গ্যাংটক	১৬.০	৪.০

বাবা মৃত, পা কাটা যুবক এখন অসহায়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ছয় মাস শ্রমিকের কাজ করে মা, বাবা, ভাইয়ের সঙ্গে রাজস্থান থেকে বাড়ি ফিরছিল বছর ১৭-র মানিক। সঙ্গে ছিল ছয় মাসের সঞ্চয় মোট ২৩ হাজার টাকা। কোচবিহারে ফিরে নিজের জন্যে ফোন কেনার কথা ছিল। সংসার চালাতে কোচবিহারেই বাবার সঙ্গে দিনমজুরের কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তের ঝাঁকুনি এবং বিকট শব্দ মানিকের গোটা জীবনটাকেই অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বাবা। জখম হয়েছেন মা ও ভাই। এই পর্যন্ত জেনেও নিজেকে সামলে রেখেছিল কোচবিহারের পাতলাখাওয়ার বাসিন্দা মানিক ওরাওঁ। কিন্তু নিজের বাঁ পায়ের নীচের অংশ কাটা যাওয়ার কথা শুনে আর সামলাতে পারেনি ওই কিশোর।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুরুষ ক্যাজুয়াল্টি বিভাগের বাইরে করিডরে স্ট্রেচারে শুয়ে কাকাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে। পরিবারের খুঁটি হওয়ার আগেই নিজেকে লাঠি নিয়ে হাঁটতে হবে ভেবে আক্ষেপ করছে মানিক। এদিকে দাদাকে হারিয়ে, ভাইপোর পরিস্থিতি দেখে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না কাকা দুর্জন ওরাওঁ।

বিকট শব্দের পর আর কী হয়েছে তা জানা নেই মানিকের। যখন জ্ঞান ফেরে, তখন সে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের বেডে শুয়ে। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণা এতটাই বেড়ে যায় যে ফের একবার জ্ঞান হারায় সে। এরপর শুক্রবার সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বেডে নিজেকে পায় মানিক। অন্যদিকে, শুক্রবার সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মানিকের খোঁজ পান তাঁর কাকা। ততক্ষণে মেডিকেলে অস্ত্রোপচার করে মানিকের বাঁ পায়ের নীচের অংশ বাদ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। কাকা পৌঁছাতেই বাবা, মা, ভাইয়ের খোঁজ শুরু করে মানিক। কাকার কাছে বাবার খোঁজ পেয়ে তাঁর চোখের কোন দিয়ে জল বেরিয়ে পরে। মা, ভাই তুলনামূলকভাবে কম আহত শুনে কিছুটা নিশ্চিত হয় সে। কিন্তু পায়ে কেন অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, বারবার কাকার কাছে জানতে চায় মানিক। বারবারই ভাইপোকে আশ্বস্ত করছিলেন কাকা। তখনও ভাইপোকে পা কাটা যাওয়ার বিষয়ে কিছু জানাতে চাননি তিনি।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসকরা এসে মানিককে পুরো বিষয়টি জানান। এরপরেই কান্নায় ভেঙে পড়ে মানিক।

এদিকে, দীর্ঘক্ষণ মানিককে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ক্যাজুয়াল্টি বিভাগের বাইরে করিডরে ফেলে রাখা হয়েছিল। দাদার দেহ নেবেন নাকি বৌদির শুশ্রূষা করবেন, নাকি ভাইপোর কাছে থাকবেন, ভেবে কুল পাচ্ছিলেন না দুর্জনবাবু। কোনও পথ না পেয়ে শেষে সেবা ভারতীর দ্বারস্থ হন। মেডিকেলের জরুরি বিভাগের বাইরে সেবা ভারতীর টেন্টে বিষয়টি জানাতেই সঙ্গে সঙ্গে মানিকের জন্যে বেড এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন দুর্জনবাবু বলেন, 'ভাইপোটার পা চলে গিয়েছে। সঙ্গে ২৩ হাজার টাকা ছিল সেটাও পাওয়া যায়নি। দাদা চলে গিয়েছে। মেডিকেলে একবার এই ঘর, একবার ওই ঘর ঘোরানো হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন মানিক। ছবি : সূত্রধর

দু'সপ্তাহ পিছোতে আর্জি

প্রথম পাতার পর

বিরোধীরা অবশ্য কৌশলে রায়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্যে নির্বাচন নিয়ে পাসিং দ্য বল খেলা চলছে। কেউ কোনও দায় নিচ্ছে না। হাইকোর্ট অনেক বিবেচনার পর একটা পরামর্শ দিয়েছে। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন কী করে।'

রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা তো শুরু থেকেই বলছি, আদালতও অনুধাবন করেছে যে, এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন সম্ভব নয়। অপেক্ষা করছি, নির্বাচন কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয় দেখি।' যদিও তাঁর বক্তব্য, রাজ্য নির্বাচন কমিশন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে ফেলেছে। মুখ্যমন্ত্রী যা নির্দেশ দেন, কমিশন সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'সবকিছুতে কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কিন্তু হুঁশ নেই। রাজ্যে সরকার চলছে বলে তো মনে হচ্ছে না।' তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'কমিশন গাইডলাইন দিয়েছিল। সেই গাইডলাইন মেনে তৃণমূল প্রচার করছে। নির্বাচন করতে কোনও সমস্যা নেই। হাইকোর্ট তার পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। এবার প্রশাসনিক স্তরে আলাপ–আলোচনার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।' আগামী ২২ জানুয়ারি রাজ্যে ৪টি পুরসভা–শিলিগুড়ি, আসানসোল, চন্দননগর ও বিধাননগরের নির্বাচন ঘোষণা করেছিল কমিশন। কিন্তু করোনার বেলাগাম সংক্রমণের যুক্তিতে সেই নির্বাচন আপাতত স্থগিত রাখার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। গত ১৩ জানুয়ারি প্রধান বিচারপতি জানতে চেয়েছিলেন, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার এক্তিয়ার কার? ওই প্রশ্নে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন একে অপরের কোর্টে বল ঠেলাঠেলি শুরু করে। এতে রুষ্ট হন প্রধান বিচারপতি। তবে হাইকোর্টের এদিনের নির্দেশের পর ভোট পিছোনোর সিদ্ধান্ত নিতে শনিবার কমিশন বৈঠকে বসবে বলে জানা গিয়েছে।

মেয়ের মুখ দেখা হল না

প্রথম পাতার পর

পরিবার সূত্রে খবর, রঞ্জিতের আড়াই বছরের মেয়ে রিমঝিম ছ'দিন আগে মারা যায়। খুদের মৃত্যুর পর তার বাবার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোক ছড়িয়েছে। পরিবারের সদস্যরা রাতেই ময়নাগুড়িতে যান। কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। উত্তর মৌয়ামারির যুবক বাদল মহন্ত, রবি দাস ও দিলীপ রায়রা দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন নথি ও নগদ হাজারখানেক টাকা মৃতের পরিবারের হাতে তুলে দিলেন। দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় বহু যুবক উদ্ধারকাজে নামেন। যাত্রীদের উদ্ধার করতে গিয়ে একটি মানিব্যাগ তাঁদের নজরে পড়ে। ওই মানিব্যাগের সূত্রে অনেক চেষ্টার পর তাঁরা রঞ্জিতের খোঁজ পান।

কোচবিহার–১ ব্লকের চান্দামারি গ্রামের চিরঞ্জিৎ বর্মনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও এলাকায় শোকের ছায়া। ছয় মাস আগে তাঁর গলব্লাডারে স্টোন ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য টাকা জোগাড় করতে চিরঞ্জিৎ অসুস্থ শরীর নিয়েই জয়পুরে শ্রমিকের কাজ করতে যান। বাড়ির কাছাকাছি আসার পর ট্রেন থেকেই মাকে ফোন করেছিলেন। ভাত রেঁধে রাখতে বলেছিলেন। সেই ভাত আর তাঁর কপালে জুটল না। গ্রামে পরোপকারী হিসেবে পরিচিত বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান নির্মল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বুথ সভাপতিও ছিলেন। আর্থিক অনটনে সংসারের হাল ধরতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ ধরেন। চিরঞ্জিতের পিসি শৈল বর্মন বলেন, চিরঞ্জিতের মা ফোনে ট্রেন দুর্ঘটনার শব্দও শুনতে পেয়েছেন। প্রতিবেশী বটু মহন্ত, তৃণমূল নেতা ক্ষুদিরাম সরকার প্রমুখ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন।

ফেশ্যাবাড়ি সংলগ্ন ২ নম্বর কালপানি গ্রামের সম্রাট কার্জি (১৭) নামে এক কিশোরও মারা গিয়েছে। সম্রাটের মা জয়পুরে হোটেলে কাজ করতেন। মাসখানেক আগে সম্রাট মায়ের কাছে গিয়েছিল। ১২ জানুয়ারি সম্রাট ভাই বিশ্বজিৎ সহ ১৯ জন প্রতিবেশীকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। বিশ্বজিৎ বলেন, 'সবাই একই বগিতে ছিলাম। দাদা শৌচাগারের কাছে গিয়েছিল। হঠাৎই সেসময় ট্রেনটি প্রচণ্ড ঝাঁকিতে উলটে যায়। তখন যে যার মতো জানলা–দরজা দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরিয়ে আসি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও দাদার দেখা পাইনি। প্রশাসনের গাড়িতে রাতেই বাড়ি পৌঁছাই। পরে জানতে পারি দাদা আর নেই।' সম্রাটের কাকিমা শেফালি কার্জি বলেন, 'কোনওমতে আমাদের প্রাণ বেঁচেছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তথা মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যোগেশ বর্মন বলেন, 'সম্রাটের মৃত্যুতে বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারটি খুবই সমস্যায় পড়ল।' শুক্রবার রাতে তাঁর দেহ বাড়িতে পৌঁছোনর পর কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

সম্রাটের পাশাপাশি একই থানার অন্তর্গত পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট সিঙ্গিমারি এলাকার মঙ্গল ওরাওঁ (৪০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের খুড়তুতো ভাই প্রীতরাম ওরাওঁ জানিয়েছেন, মঙ্গল তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে জয়পুর থেকে ওই ট্রেনে ফিরছিলেন। জয়পুরে মঙ্গল ও তাঁর স্ত্রী মজুরের কাজ করতেন। রেল দুর্ঘটনার পর তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। শুক্রবার সকালে মঙ্গলের মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা জলপাইগুড়ি যান। মঙ্গলের সঙ্গে তাঁর ১৬ বছর বয়সি ছেলে একই কামরায় ছিল। সেই ছেলের একটি পা কাটা পড়েছে। মৃতের স্ত্রী আরেক ছেলেকে নিয়ে অন্য কামরায় ছিলেন। তাঁরা অবশ্য ভালো আছেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ৩ এসএসবি জওয়ানের

কিশনগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এসএসবি'র তিন জওয়ান প্রাণ হারালেন। শুক্রবার দুপুরে বিহারের সুপৌল জেলার বীরপুরে এসএসবি'র ৪৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় ১২ জন জওয়ান গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছ'জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হায়ার সেন্টারে রেফার করা হয়েছে। বাকিরা স্থানীয় বীরপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিন দুপুর নাগাদ জওয়ানরা দপ্তরে নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তার তাঁদের ওপর ছিঁড়ে পড়ে। বীরপুর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শৈলেন্দ্র দীপক বলেন, 'হাই ভোল্টেজের বিদ্যুৎবাহী তার কর্তব্যরত জওয়ানদের উপর আচমকা ছিঁড়ে পড়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়।' এবিষয়ে এসএসবি'র আধিকারিকদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রেকর্ড সংক্রমণ

সংক্রামিত ১৫০৭

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : উত্তরে করোনার রেকর্ড সংক্রমণ। শুক্রবার উত্তরের বিভিন্ন প্রান্ত মিলিয়ে আরও ১,৫০৭ জনের করোনা সংক্রমণের বিষয়টি সামনে আসে। তবে সংক্রামিত কারও কোথাও মৃত্যুর কোনও খবর নেই। কোচবিহারের আরও ১২২, আলিপুরদুয়ারের ১১২, জলপাইগুড়ির ২১৬, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ১৯৮, দার্জিলিং জেলার ৩৭৩ এবং মালদা জেলার ৬৮৪ জন করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েছেন। বহু কড়াকড়ি সত্ত্বেও যেভাবে করোনার সংক্রমণ বেড়ে চলেছে তা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বেশ ভাবাচ্ছে।

কোচবিহারে যাঁরা সংক্রামিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৮৬ জন সদর, ১৬ জন দিনহাটা, ২ জন মেখলিগঞ্জ, ৬ জন তুফানগঞ্জ এবং ১২ জন মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে আগে সংক্রামিত যথাক্রমে ৫৩ এবং ২১ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় সংক্রামিতদের মধ্যে ১৭৩ জন দার্জিলিং জেলার অধীনস্থ ওয়ার্ড এবং ২৫ জন জলপাইগুড়ি জেলার অধীনস্থ ওয়ার্ডের বাসিন্দা। দার্জিলিং জেলায় সংক্রামিতদের মধ্যে দার্জিলিং পুরসভা এলাকার ১৩, সুকনার ২১, কার্সিয়াং পুরসভা এলাকার ১৩, মিরিকের ৭, মিরিক পুরসভা এলাকার ২, বিজনবাড়ির ১১, সুখিয়াপোখরির ৮, তাকদার ৬, খড়িবাড়ির ১৮, মাটিগাড়ার ৫৮, নকশালবাড়ির ৩৭ এবং ফাঁসিদেওয়ার ৬ জন আছেন। জেলায় আগে সংক্রামিত ২০২ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

প্রয়াত প্রধান

নকশালবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি : চলে গেলেন নকশালবাড়ির হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ি প্রধান জৈ্যষ্ঠমোহন রায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। শুক্রবার হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরসিংজোতে নিজের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। ২০১৫–২০২০ পর্যন্ত তিনি হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। সিপিএমের সারা ভারত কৃষকসভা সংগঠনের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি ছিলেন।

কম্বল বিলি

চাকুলিয়া, ১৪ জানুয়ারি : চাকুলিয়ার ১৩টি পঞ্চায়েত এলাকার দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিলি করলেন বিধায়ক। চাকুলিয়া তৃণমূল যুব ব্লক সভাপতি আনোয়ার আলম জানান, 'বুথ পিছু ১৫টি কম্বল বিলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

নীল বাতির গাড়িতে মনোরঞ্জনের সফর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতা মনোরঞ্জন দে'র রহস্যময় কলকাতা যাত্রা নিয়ে শোরগোল পড়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। মনোরঞ্জন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি। প্রশাসনের কর্তারা জানিয়েছেন, পদাধিকারবলে তিনি গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে ঘুরতে পারেন না। এমনিতেও তাঁর গাড়িতে কোনওদিন নীল বাতি দেখা যায় না। তবে বুধবার সকালে হঠাৎই নিজের ব্যবহৃত কালো রংয়ের বিলাসবহুল গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন তিনি। সেই গাড়ির পিছনে ছিল আরও তিনটি গাড়ি।

শুক্রবার সকালে কলকাতা থেকে নীল বাতির গাড়ি করেই সাহেবপোঁতায় নিজের বাড়িতে ফিরেছেন মনোরঞ্জনবাবু। সঙ্গে অন্য তিনটি গাড়িও ফিরে এসেছে। কেন হঠাৎ গাড়িতে নীল বাতি লাগালেন তিনি আর কেনই বা ছোটখাটো কনভয় নিয়ে কলকাতা গেলেন, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে। রহস্যময় ওই কলকাতা যাত্রা নিয়ে কানাঘুষো শুরু হয়েছে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও। কোনও প্রশ্নেরই সোজাসুজি উত্তর দেননি মনোরঞ্জনবাবু। আবার কলকাতা যাওয়ার কথাও অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন, 'অনেকেই তো বাতি লাগিয়ে ঘোরে। এইসব ছোটখাটো বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা অনেক ভালো কাজ করছি সেগুলির খবর করুন। আমি কোথায়, কীভাবে যাব তার জবাবদিহি তো সংবাদমাধ্যমের কাছে করব না।'

গোটা ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করে আইনানুগ পদক্ষেপ দাবি করেছে বিরোধীরা। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'কী উদ্দেশ্যে আইন ভেঙে নীল বাতি লাগিয়েছেন সহকারী সভাধিপতি তা প্রকাশ্যে আসা উচিত। উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করছি। নীল বাতির আড়ালে কোনও অনৈতিক কাজ হয়েছে কি না সেটা প্রশাসন খতিয়ে দেখুক।' সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক কিশোর দাসের বক্তব্য, 'তৃণমূল দলটাই উচ্ছৃঙ্খল। ওরা আইনের তোয়াক্কা করে না। নৈতিকতারও ধার ধারে না। কী কারণে সহকারী সভাধিপতি নীল বাতি লাগিয়ে ঘুরছেন তার তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি।'

সূত্রের খবর, নীল বাতি লাগিয়ে, এসকর্ট নিয়ে বুধবার রানাঘাটে রাত কাটান মনোরঞ্জনবাবু। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় যান। ওইদিনই কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে সকালে আলিপুরদুয়ার ফেরেন।

তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের বক্তব্য, 'আমিও বিষয়টি শুনেছি। আগে সবটা ভালোভাবে খোঁজখবর নিই। তারপরই যা বলার বলব।' জেলা প্রশাসন বা পুলিশের কোনও আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

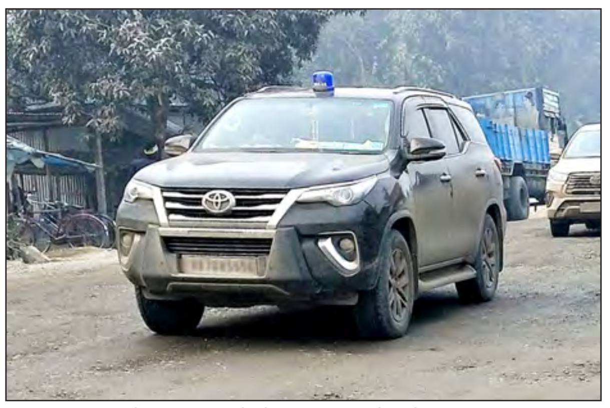

এই নীল বাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন মনোরঞ্জন দে।

বিমানবন্দর নিয়ে রিপোর্ট তলব কোর্টের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট ও কোচবিহার বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালুর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। অশোক হালদার নামে এক আইনজীবীর করা জনস্বার্থ মামলায় শুক্রবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়।

ভার্চুয়াল শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, 'বালুরঘাট ও কোচবিহারে ইতিমধ্যেই বিমানবন্দর রয়েছে। দুই জায়গাতেই স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। গড়ে প্রতিমাসে এজন্য ১ কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়। অথচ এই বিমানবন্দর চালু না থাকায় সেটি উত্তরবঙ্গের মানুষের কোনও উপকারে আসছে না। এখানে অন্তত ১০০ আসন বিশিষ্ট বিমানের উড়ান চালু করা হোক।' আদালতে কল্যাণবাবু বলেন, 'মেঘালয়ের তুরা বিমানবন্দরও তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। সেখান থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিমান যদি কোচবিহার ও বালুরঘাট হয়ে যাতায়াত করে, তাহলে উত্তর–পূর্বাঞ্চলের জন্য নির্ধারিত ভরতুকি পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের মানুষ কম খরচে যাতায়াত করতে পারবেন।' রাজ্য সরকারের আইনজীবী এর সঙ্গে সহমত হয়ে জানান, 'কেন্দ্রীয় সরকার বিমান চালানোর ব্যবস্থা করলে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। আমরা বিমান চালাতে প্রস্তুত।'

এরপরই বিচারপতিরা কেন্দ্রীয় সরকার ও এয়ারপোর্ট অথরিটিকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়ে জানাতে বলেন, এই ধরনের বিমান পরিষেবা চালু করতে অসুবিধা কোথায়?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা বালুরঘাটে একটি অস্থায়ী বিমানবন্দর তৈরি করেছিল। সেখান থেকে সুরেখা এয়ার সার্ভিস একসময় বিমান পরিষেবা চালু করলেও ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সেটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৪ সালে বায়ুদূত সংস্থা এই বিমানবন্দর থেকে বিমান চালায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ওই পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর রাজ্য সরকার ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ওই বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ করে। তবে এখনও সেই কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। এদিকে কোচবিহার বিমানবন্দরও জুলাই মাস থেকে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ও এয়ারপোর্ট অথরিটি দল ওই দুটি বিমানবন্দর পরিদর্শন করে সেখানকার পরিকাঠামোর বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

উড়ান বন্ধ থাকতে পারে

প্রথম পাতার পর

সেই সময় যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে ওঠে। বিমানবন্দরের এক আধিকারিকের কথায়, 'দু'বছর ধরে রানওয়ের দুই পাশ মেরামত করা হচ্ছিল। এবারে রানওয়ের মাঝের অংশ মেরামতের কাজ শুরু হবে। ঠিকমতো বিমান পরিষেবার জন্য এই মেরামতির কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' তবে এর জেরে যাত্রীদের ভোগান্তি অনেকটাই বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্য কোনওভাবে মেরামতির কাজ চালিয়ে যাতে পরিষেবা চালু করা যায় সেজন্য পর্যটন ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীরাও দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, বিমানবন্দরে পর্যাপ্ত বসার জায়গা, শৌচাগারের মতো সমস্যার জেরে যাত্রীদের সমস্যা বাড়ছে। এছাড়া, প্রায় এক বছর ধরে বিমানবন্দরের রেস্তোরাঁটি বন্ধ থাকায় যাত্রী ভোগান্তি বাড়ছে। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

খারাপ আবহাওয়া রাওয়াতের দুর্ঘটনার কারণ

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : নাশকতা নয়, খারাপ আবহাওয়ার জেরে পাইলটের বিভ্রান্তিতেই তামিলনাড়ুর কুন্নুরে সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াতের কপ্টার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বায়ুসেনার ট্রাই–সার্ভিস কোর্ট তাদের তদন্ত রিপোর্টে এ কথাই জানিয়েছে।

দশদিন আগে বায়ুসেনার তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কাছে জমা পড়ে। শুক্রবার তা প্রকাশ্যে এল। বলা হয়েছে, বিমানটি ঘন মেঘের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। পরে সেটি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মারে।

মৌন অবস্থান

চালসা, ১৪ জানুয়ারি : স্বাস্থ্যবিধি মেনে জাতীয় উদ্যান খোলা রাখার আবেদন জানিয়ে ব্যানার হাতে মৌন অবস্থান করা হল। শুক্রবার চালসা গোলাইয়ের বীর বিরসা মুন্ডা পার্কে ডুয়ার্স উইল সোসাইটি ও ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের তরফে ওই কর্মসূচি করা হয়। বৃহস্পতিবার তারা জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে ওই আবেদনের কপি পাঠায়।

ফোরামের কোঅর্ডিনেটর সায়ন চক্রবর্তীর কথায়, 'জঙ্গল বন্ধের জেরে শুধু পর্যটন ব্যবসায়ী নন, সমস্যায় পড়েছেন গাড়িচালক, টোটোচালক, সবজি ব্যবসায়ী সহ অনেকেই। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামীতে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে। আশা করছি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিষয়ে ভাববেন।'

চালসার ছোট গাড়ির চালক সঞ্জীব বিশ্বাস বলেন, 'জঙ্গল বন্ধের জেরে পর্যটকরা আসছেন না। ফলে আমাদের গাড়ি ভাড়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমার গাড়ির ঋণের কিস্তি কীভাবে দেব? সংসার চলবে কী করে? দ্রুত স্বাস্থ্যবিধি মেনে জঙ্গল খোলা উচিত।'

আগেও দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন

প্রথম পাতার পর

গ্যাংম্যান এবং আগের দুই মালগাড়ির চালক এবং গার্ডদের। ফলে ট্র্যাকে সমস্যার যুক্তি মানতে পারছেন না তদন্তকারীরা।

এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ার পরেও কেন তা মেরামত না করে প্রায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন চালক? রেলের কর্তারা তা জানার পরেও কেন এভাবে ট্রেন চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন?

জানা গেল, ট্রেনের চালক ইঞ্জিনে উঠেছিলেন কাটিহার জংশন থেকে। বিকেল ৪টা ৫ মিনিট নাগাদ সেটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়। জলপাইগুড়ির রানিনগর স্টেশন পেরোনোর সময় ইঞ্জিন থেকে দুই নম্বর বগি অর্থাৎ জেনারেল কামরার চাকায় আগুনের ফুলকি দেখতে পান স্টেশনের কর্মীরা। তাঁরা চিৎকার করে সেটা জানান, যা চালক ও গার্ড উভয়েই শুনতে পেয়েছিলেন। খবর দেওয়া হয় কন্ট্রোল রুমেও। স্টপেজ না থাকা সত্ত্বেও জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটিকে দাঁড় করানো হয়। প্ল্যাটফর্ম বরাবর কর্মীরা হেঁটে গলদ খোঁজার চেষ্টা করেও সেভাবে কিছু পাননি।

বিশেষজ্ঞ এবং ঘটনার তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছেন, জেনারেল কামরার অগ্নিস্ফুলিঙ্গই দুর্ঘটনার মূল কারণ। রেলের পরিভাষায় একে বলে 'হট অ্যাক্সেল'। ইস্পাত নির্মিত ট্রেনের চাকা ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে এমনিতেই মারাত্মক গরম হয়ে থাকে। কোনও কারণে ইস্পাত নির্মিত ব্রেক শু–র সঙ্গে সেই চাকা ঘষা খেতে শুরু করলে তা থেকে আগুনের মতো স্ফুলিঙ্গ বেরোতে থাকে। এমনকি তা লকও হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে বহু পুরোনো আইসিএফ মডেলের জেনারেল কামরার ব্রেক শু ঘষা খাচ্ছিল চাকার সঙ্গে। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে দাঁড় করিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে পরীক্ষা করা হলেও ত্রুটি ধরা পড়ল না কেন? জানা গেল, উলটো পাশে থাকার জন্যই গলদ ধরা পড়েনি। দোমোহনি স্টেশন এবং ধরলা ব্রিজ পেরিয়ে ট্রেন গতি বাড়াতেই সম্ভবত জেনারেল কামরার চাকা 'হট অ্যাক্সেলে'র কারণে লক হয়ে যায়। বেগতিক বুঝে পরপর দু'বার ইমার্জেন্সি ব্রেক মারায় বেলাইন হয় ইঞ্জিন এবং বাঁ–দিকে হেলে পড়ে ট্রেন।

ইর্স্টান রেলের এক প্রাক্তন কর্তা দীর্ঘদিন রেলের কাঁচরাপাড়া রেল ওয়ার্কশপে অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। এনজেপি–তে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি বলছিলেন, 'একটি ইঞ্জিনের নীচে ছয়টি অ্যাক্সেল থাকে। একটি অ্যাক্সেলে দুটি করে মোট ১২টি চাকা থাকে। ছয়টি অ্যাক্সেলের উপর থাকে ছয়টি ট্র্যাকশন মোটর। ইঞ্জিন থেকে এই ট্র্যাকশন মোটরে ইলেক্ট্রিক আসে। তারপর ট্র্যাকশন মোটর ঘোরে এবং তা অ্যাক্সেলকে ঘোরায়। অ্যাক্সেল আবার চাকাকে ঘোরায়।'

তাঁর মতে, দুই টন ওজনের ট্র্যাকশন মোটর ভাঙা সম্ভব নয়। বলছিলেন, 'ট্র্যাকশন মোটর অ্যাক্সেল থেকে ঝোলানো থাকে। কোনও কারণে একটি ট্র্যাকশন মোটর নীচে ঝুলে বা খুলে গিয়েছিল। সেটা খুলে গিয়ে লাইনের সঙ্গে ঘর্ষণেই স্ফুলিঙ্গ বেরোতে থাকে। চালক বুঝতে পারেন, কোনও অসুবিধা হচ্ছে। ঝাঁকুনি টের পাওয়ায় তিনি ব্রেক কষে ইঞ্জিন দাঁড় করিয়ে দেন। ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে গেলেও বগিগুলি চলন্ত থাকায় প্রচণ্ড গতিতে সামনে বগিতে ধাক্কা মেরে একটির উপর আরেকটি উঠে যায়।'

এই তত্ত্ব নিয়ে মতভেদ থাকলেও বিশেষজ্ঞ ও তদন্তকারীরা সকলেই স্বীকার করে নিচ্ছেন, মান্ধাতার আমলের আইসিএফ কোচ না হয়ে এলএইচবি কোচ হলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হত। উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক গুরনীত কউর অবশ্য বলেন, 'এলএইচবি কোচ সবদিক দিয়েই নিরাপদ। কিন্তু এই ঘটনার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য কি না তা এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।'

আধুনিক কোচের অভাব ছাপিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আপাতত একটাই। ট্রেনে যান্ত্রিক সমস্যা দেখেও এনজেপি স্টেশনে ভালো পরীক্ষা করে নেওয়া হয়নি কেন? তখনই পরীক্ষা করা হলে হয়তো এত প্রাণ যেত না।